দৈনিক বাংলা

269

তারিখ ... 9/3/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৮৪ ৯ই মার্চ, ১৯৭৮

আমিরাতের সহযোগিতা

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় রকমের সাফল্যের সূচনা করেছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সংযুক্ত আরব আমীরাত সফর। এ প্রসঙ্গে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির কথা উল্লেখ করা যায় বিশেষভাবে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত এই বিনিময় চুক্তিটি দুই ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্রের সহযোগিতা সংহত করার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে মূল্যবান অবদান রাখবে। চুক্তিতে উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষা, গবেষক, বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ বিনিময়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি বিনিময় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে থাকবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা।

লোকবিনিময়, পর্যটনে পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে আমরা যৌথ সহযোগিতার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে লোকবিনিময় করা হবে। এর ফলে লাভবান হবে উভয় দেশই। শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা মূল্যবান সহায়তা দিতে পারব পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের এই ভ্রাতৃ দেশটিকে। এই সহায়তা নিশ্চিতভাবে অনেকখানি প্রসারিত করবে দুই দেশের মধ্যকার সুসম্পর্কের পরিধিকে। পর্যটন এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে সহযোগিতাও বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। বাংলাদেশের আকর্ষণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যপটগুলি পর্যটনের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিয়ে বিদ্যমান। তেলসমৃদ্ধ সংযুক্ত আরব আমীরাত-এর অর্থনৈতিক সহায়তা পেলে দ্রুত এই সম্ভাবনাগুলিকে আমরা কাজে লাগাতে পারব। চুক্তিতে উভয় দেশে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই পদক্ষেপটিও অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক। কেননা এর ফলে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় ও যোগসূত্র গভীরতর হওয়ার সুযোগ লাভ করবে।

এছাড়া মন্ত্রিপর্যায়ে কৃষি, শিল্প ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতার বিষয়েও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমীরাত সরকার এই সেক্টরগুলিতে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য সব রকম সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এসব সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পে সংযুক্ত আরব আমীরাত অংশ গ্রহণ করবে। এই দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ সঙ্গতকারণেই তাৎপর্যের দাবী রাখে।

উভয় প্রতিনিধি দলের আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, তাঁরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতাকে ইসলামী সংহতির দিক থেকে অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। সংযুক্ত আরব আমীরাত প্রেসিডেন্ট শেখ জায়েদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়ার শীর্ষ আলোচনায় এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। শীর্ষ বৈঠকের পটভূমিতে আশা করা যায়, দুই দেশের সহযোগিতা এখন থেকে বহুমুখী সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে স্পর্শ করবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস

এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী পরিবেশিত তথ্যে জানা যায় গত বছর দেশের ৭৬টি স্বনির্ভর গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১ দশমিক ৪-এর মধ্যে ১৬টি গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একেরও নীচে ছিল। তিনি বলেন, ১৯৮০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২ দশমিক ৫-এ নেমে আসবে বলে সরকার আশাবাদী। ১৯৮৫ সাল নাগাদ শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছা যাবে বলে তিনি জানান।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমার এই সংবাদ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের এই প্রবণতা যদি পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ ফল হয়ে থাকে তাহলে এই কর্মসূচীর সাফল্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। সাফল্যের সংবাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মাঝে মাঝে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগও শোনা যায়। তাই আমরা মনে করি এই কর্মসূচীর কতটা সাফল্য আর কতটাই বা ব্যর্থতা তা-ও বিচার করে দেখা দরকার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমার এই প্রবণতার একটি গুণগত মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শহরে বেশি কমেছে অথবা গ্রামে বেশি কমেছে, জরিপের মাধ্যমে তা নির্ভুলভাবে জানা দরকার। কারণ, জনবসতির বিন্যাসে শহরে ও গ্রামে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। কোন বিশেষ বিশেষ এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমলে এবং অন্য এলাকায় না কমলে এই ভারসাম্য নষ্ট হবার আশংকা থাকে। এই কর্মসূচীর সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাপ এবং গুণগত মূল্যায়ন এ ব্যাপারে সহায়ক হবে বলেই আমরা মনে করি।

শহরের শিক্ষিত মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই পরিকল্পিত-পরিবারের পক্ষপাতী। কিন্তু গ্রামে নানা কারণে এর অভাব আছে। তাই পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীকে গ্রামেই অধিক জোরদার করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে অবদান রেখেছে, তার একটা যথার্থ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সরকার এই কর্মসূচীর জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করছেন সন্দেহ নেই। এক নম্বর জাতীয় সমস্যার সমাধান আমাদের করতেই হবে। পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীর ব্যাপক ও সফল বাস্তবায়ন এর জন্যে অপরিহার্য। এই কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এ অর্থের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়, পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে লাগে। যত দ্রুত সম্ভব শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জিত হোক, এটাই সবার কাম্য।